সফরে হিজায

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রহ.

অনুবাদ
ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল
শিক্ষক
জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ
সহকারী সম্পাদক, মাসিক নেয়ামত

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

অভিমত—১৩
অনুবাদকের আরজ—১৮
ভূমিকা—২১
বিদায়—২৯
প্রত্যাবর্তন—৩৮
রওয়ানা—বম্বে—৪৩
বম্বে-জাহাজ—৫১
জাহাজ—৬০
জাহাজ-সমুদ্র—৬৮
সমুদ্র-কামরান—৭৫
কামরান-এহরাম—৮৩
জেদ্দা—৯০
জেদ্দা-মদীনার পথ—৯৮
মদীনা—১০৬
নবীজীর দরবারে—১১৫
সবুজ গম্বুজ—১২৫
যিয়ারত ও আদাবে যিয়ারত—১৩৪
জান্নাতের বাগান—১৪৫
মসজিদে নববী—১৫৩
আনওয়ারে মদীনা—১৬১
মদীনার স্মৃতিচিহ্ন—১৭০

প্রিয় নবীর ঠিকানা—১৮০
প্রস্থান —১৯১
এহরাম পরিধান—২০০
জেদ্দা-মদীনার পথ—২০৮
মক্কার উপকণ্ঠ—২১৬
হারাম শরীফ—২২৪
পবিত্র চৌহদ্দি—২৩১
পরম প্রার্থিত কাবা—২৪১
খলীল আ. এর স্মৃতিচিহ্ন—২৫০
ওমরা—২৬০
হজের শুরু—২৬৮
মিনা হজের পূর্বে—২৭৭
আরাফা—২৮৫

[এক]
আরাফা-২—২৯৫

[দুই]
মুযদালিফা—৩০৩
মিনা হজের পর—৩১৪

[এক]
মিনা হজের পর—৩২২

[দুই]
মিনা হজের পর—৩৩০

[তিন]
মক্কা—৩৩৮
বাইতুল্লাহর হজ—৩৪৫
বিদায়—৩৫২

অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা—৩৫৯
জেদ্দা-জাহাজ—৩৬৭
জাহাজ, বম্বে, দেশ—৩৭৪

ভূমিকা

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী রহ.

যখন থেকে আল্লাহ তাআলা 'ফল-ফসলহীন উপত্যকা'র বিরানভূমিকে নিজ শহর বলে ঘোষণা করেছেন, পৃথিবীর দেবালয়ে নিজের প্রথম ঘর নির্মাণ করেন, নিজের প্রথম প্রেমিকের মাধ্যমে আগামীর সমস্ত প্রেমিকদের নামে এ পয়গাম পাঠান—বছরে একবার যেন এখানকার পথে-ঘাটে, পাহাড়-পর্বতে ভিড় করে। আল্লাহ জানেন অজানা অতীত থেকে আজ পর্যন্ত কত প্রাণোৎসর্গী এখানে এসেছে এবং প্রত্যাবর্তন করেছে, অদেখা প্রিয়তমের কত অনুসন্ধানী তাকে খুঁজতে এসেছে এবং ফিরেও গেছে। এখানে এসে যে যা দেখেছে সে অন্যদেরও তা দেখাতে চেয়েছে, তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনা অন্যদেরও শোনাতে চেয়েছে। তূর পাহাড়ের দীপ্তি পৃথিবী একবারই দেখেছে। তবুও তূর পাহাড়ের রূপ ও প্রেমের উপাখ্যান আজও চর্চিত হচ্ছে, চিরকাল চর্চিত হবে। তবে এখানে তো এ দীপ্তি প্রতি বছরই দেখা যায়। সুতরাং এর উপাখ্যান যদি সর্বখানে, সর্বভাষায়, সর্বভাবে চর্চিত হয় তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে?

মুসলমানরা পৃথিবীর তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে। তারা যা আয়ত্ত করেছে তা দীন-ধর্মের পথ ধরেই আয়ত্ত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর কিতাবের খেদমত করা, আল্লাহর নির্দেশ পালন করা। মুসলমানরা ভূগোলশাস্ত্রকে বিপুলভাবে

সমৃদ্ধ করেছেন। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যতদূর ইসলাম পৌঁছেছে তারা ইসলামের আলো নিয়ে আরও সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাদের সব চেষ্টা ও তৎপরতা ছিল قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ—হে নবী বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো—নির্দেশকে কেন্দ্র করে। এরপর যে আগ্রহ তাদের বেচাইন করে রাখত, যে পাগলামি তাদের অস্থির করে ঘর ছাড়া করত এবং সফরের সব সমস্যা তাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ নয় বরং সব কষ্ট আরামে রূপান্তর করত তা ছিল হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক ঘোষিত গণআহ্বান।

এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতি যুগে লাখো আত্মোৎসর্গী লাব্বাইক বলে। সময় হলে 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক' বলতে বলতে পরিবার-পরিজন ছেড়ে, আরাম-আয়েশ পরিহার করে মুসাফিরের বেশ ধারণ করে। মরু-সাহারা, পাহাড়-জঙ্গল, নদী-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে হিজাযে পৌঁছে। পানি ও তরুলতাহীন সাহারা দর্শন করে হৃদয় ও আত্মার তৃষ্ণা নিবারণ করে।

যেসব মুসলিম পরিব্রাজক গত হয়েছেন তাদের মূল মনযিল এবং সফরের গন্তব্য ছিল এ ভূখণ্ডই—তারা ঘর ছেড়েছিলেন হজ ও যিয়ারতের জন্য। পথের অদ্ভুত ও বিরল জিনিস, নানান দেশের মুগ্ধকর দৃশ্য, বিভিন্ন জাতির অবাক-করা সব অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে করতে এ পবিত্র ভূমিতে পৌঁছেন। ফরজ পালন শেষে সামনে পথচলা শুরু করেন। সুযোগ পেলে আবার এ ভূমিতে ফিরে আসেন। এরপর আরেকদিকে বেরিয়ে পড়েন। ইবনে হাওকাল বাগদাদী, উস্তখারী ফারেসী, হাকিম নাসের খসরু, ইবনে জুবায়ের উন্দুলুসী, ইবনে বাতুতা মাগরেবী এবং আরও বহু পরিব্রাজক এমন রয়েছেন, যারা এ নিয়তে সফর শুরু করেছেন। পরে ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসলে ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার

এ কোণ থেকে ও কোণ দেখে নেন এবং নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন।

প্রতি বছর হাজারো হাজী পৃথিবীর নানান স্থান থেকে মক্কায় আসেন এবং মক্কা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের মধ্যে অনেকে নিজ অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন। এতে প্রতীয়মান হয়, কত যে ভ্রমণকাহিনি প্রতি বছর দুনিয়াতে যোগ হচ্ছে।

প্রতি বছর হিন্দুস্তান থেকে কম-বেশি বিশ হাজার হাজী মক্কা শরীফ গমন করেন। তাদের মধ্যে কিছু হাজী থাকেন যারা সফরের ঘটনা ও মনের কথাগুলো কাগজের সহযোগে জনসম্মুখে নিয়ে আসেন, অন্যদের শোনান ও দেখান। এ থেকে আহলে দিলরা প্রয়োজন-মতো উপকৃতও হন।

সম্ভবত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. সর্বপ্রথম ৯৯৮ হিজরীতে নিজ হজসফরের স্মৃতি *জযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব* জাতির সামনে পেশ করেন। সেখানে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তা অন্যদের প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এরপর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ১১১৪ হিজরীতে *ফুয়ূজুল হারামাইন* ও অন্যান্য পুস্তিকায় আধ্যাত্মিক দৃশ্য ও পর্যবেক্ষণ কাগজের পাতায় আঁকেন। শাহ সাহেবের একজন মর্যাদাবান শিষ্য মাওলানা রফীউদ্দীন মুরাদাবাদী রহ.-এর সফরনামাও উল্লেখযোগ্য। ১২০২ হিজরীতে হারামাইন সফর করেন। *আহওয়ালে হারামাইন* নামে কিতাব লেখেন।

এ কালে প্রতি বছরই হাজীদের কেউ না-কেউ ফিরে এসে সফরনামা লিখছেন। বিশেষ করে মরহুম কাজী সুলাইমান পিটিয়ালভী সাহেবের সফরনামা *সাবীলুর রাশাদ* এবং বরনী সাহেবের *সিরাতুল হামীদ* উল্লেখ করার মতো।

বন্ধুবর মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদীর জীবনে কিছুদিন ধরে যে পরিবর্তন হচ্ছিল আমার ধারণায় ১৩৪৮ সালে

এ পরিবর্তনের পূর্ণতা লাভ করে। কারণ, ১৩৪৮ হিজরীতে তিনি হজ করেন। এতদিন যা কিতাবে পড়েছিলেন তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। সেখানকার পর্যবেক্ষণ, অন্তরের উপলব্ধি, আত্মিক অভিব্যক্তি সংবাদপত্র *সাচের* পাতায় প্রতিবিম্বিত করেন। বক্ষ্যমাণ সংকলনটি ধারাবাহিক প্রকাশিত লেখারই সমষ্টি।

ইতিপূর্বে যে সফরনামাগুলো লেখা হয়েছিল হয়তো সেগুলো ছিল ভাবাবেগে ভরপুর অথবা পরিব্রাজক ও পর্যটকের রোযনামচা অথবা ফকীহসুলভ মাসায়েল, হজ ও মানাসিকের দিক-নির্দেশনা কিংবা হজগমনেচ্ছুদের গাইডবুক। এ সফরনামার বৈশিষ্ট্য হলো, এসব বিষয়ের স্বার্থক সমন্বয়। সফরনামার বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক কোথাও ঐতিহাসিক, কোথাও ফকীহ, কোথাও মুহাদ্দিস, কোথাও সুফী, কোথাও কবি, কোথাও রাজনীতিবিদ—মোটকথা, হজের চড়াই-উৎরাইয়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে হাজীর যা যা প্রয়োজন তার সবই আছে এ কিতাবে। সফরের নানান ঘটনা, হজ ও মানাসিকের মাসায়েল, বিভিন্ন স্থানের দুআ, সফরের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা, হিজাযের পরিস্থিতি, আসা-যাওয়া ও সফরের মাধ্যম, পরিবহণ, পানি, বাড়ি ভাড়া, মুতাওয়িফ, পথ-ঘাট, মক্কা-মদীনার নাগরিক অবস্থা, পবিত্র স্থানের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় আদব—এসব তথ্য এখানে একত্রে আছে।

কিন্তু এ সফরনামার আসল সৌন্দর্য ও প্রকৃত মর্যাদার বিষয় দু'টি :

এক. শিল্পকুশলতা। লেখক বইয়ে সাবলীলতার পূর্ণ সৌন্দর্য সফলভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন—সহজ শব্দ, সাবলীল বাক্যগঠন এরপর কাব্যিক কল্পনার মিশ্রণ। এজন্য সাহিত্যের আঙ্গিকে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দুই. সেসব উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি, যা কিতাবের ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হয়। মনে হয়, অনুভূতিপ্রবণ লেখক কাগজের বুকে হৃদয় নিংড়ে সবটাই পাঠকের সামনে পরিবেশন করে দিয়েছেন। আমি এটাও হিজায সফরেরই বরকত মনে করি, তার কলম দিলের দোভাষীর ভূমিকা পালন করেছে। বিমূর্ত হৃদয়বৃত্তি ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো এমন মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে যে, বাতেন যাহেরে এবং অদৃশ্য দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। আমার আশা, সুযোগ্য লেখকের রচনাবলির মধ্যে হালকা চালে লেখা এই রচনা সবচেয়ে স্থায়ী, সবচেয়ে উপকারী, সর্বাধিক সমাদৃত হবে। হিজাযের বিষয়ে লেখকের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে না পারলেও একথা অস্বীকার করা যাবে না, তিনি এ রচনার মাধ্যমে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ফিকহ ও তাসাওউফ সবার ওপর সমান অনুগ্রহ করেছেন। যাহের ও বাতেন, শব্দ ও অর্থ এবং বিমূর্ত ও মূর্তের বিভিন্ন দৃশ্য ও অভিব্যক্তির এমন চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, যেখানে কল্পনাপ্রবণ ও চিন্তাশীল মানুষ নিজ নিজ আবেগ ও চিন্তার খোরাক পাবেন।

দার্শনিক, সুসাহিত্যিক ও মহৎপ্রাণ বন্ধুর ধর্মীয় রঙ দিন দিনই গাঢ় হচ্ছে। এমনকি কোথাও কোথাও সূফিসুলভ গতি ও সমঝোতার মহাসড়ক ছেড়ে ফকীহসুলভ সংকীর্ণ পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। কী অদ্ভুত কথা, এক সেকেলে বিদ্যাপীঠের মৌলভী বন্ধু আধুনিক বিদ্যাপীঠের গ্রাজুয়েট বন্ধুর সীমাছাড়া মৌলভীয়ানার অভিযোগ করছে। এ যে কোরআনের আয়াতেরই প্রতিফলন, 'সেসব দিন আমি মানুষের মাঝে আবর্তিত করি।'

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা নিজ হাবীবের ওসীলায় লেখককে অফুরন্ত প্রতিদান এবং পাঠককে কল্পনাতীত নেক কাজের তাওফীক দান করুন। আমীন।

৪ শাওয়াল ১৩৪৯ —সাইয়েদ সুলাইমান নদভী

বিদায়[1]

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরা পরিপূর্ণভাবে পালন করো।—সূরা বাকারা (০২) : ১৯৬

اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ

হজের কয়েকটি মাস সুবিদিত।—সূরা বাকারা (০২) : ১৯৭

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে তা মক্কায় অবস্থিত। যা বরকতময় ও জগতের জন্য হেদায়েত। এতে মাকামে ইবরাহীমের মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে। যে এতে প্রবেশ করেছে সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। যার এ গৃহ পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে তার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে এ গৃহের হজ করা ফরজ হয়ে যায়। যে তা অমান্য করে—আল্লাহ তাআলা জগদ্বাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।—সূরা আলে ইমরান (০৩) : ৯৭

১. ৮ মার্চ ১৯২৯ ঈ. মোতাবেক ২৫ রমজান ১৩৪৭ হিজরীর *সাচ* থেকে সংগৃহীত। *সিদক* এর আগে লেখকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো। নয় বছর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এরই নাম *সাচ*।